স্পাইকম্যানের রিমল্যান্ড তত্ত্ব (Spykman's Rimland Theory)

১. ভূমিকা (Introduction)

নিকোলাস জন স্পাইকম্যান (Nicholas John Spykman) ছিলেন একজন ভূ-রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। তিনি ১৯৪২ সালে তাঁর America's Strategy in World Politics গ্রন্থে রিমল্যান্ড তত্ত্বের ধারণা তুলে ধরেন। পরবর্তীকালে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর The Geography of the Peace গ্রন্থে এই তত্ত্বটি আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

স্পাইকম্যানের তত্ত্বটি হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডারের হার্টল্যান্ড তত্ত্বের সমালোচনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

ম্যাকিন্ডার মনে করতেন, বিশ্বের ক্ষমতা অর্জনের জন্য হার্টল্যান্ড বা ইউরেশিয়ার মধ্যভাগ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্পাইকম্যানের মতে, হার্টল্যান্ডের চেয়ে রিমল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করা বিশ্বরাজনীতিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সহজ কথায়, রিমল্যান্ড হলো হার্টল্যান্ডের চারপাশের অঞ্চল, যেখানে স্থলপথ ও সমুদ্রপথ—উভয়ের সুবিধা রয়েছে।



fig. 1: Geopolitical zones as per Spykman's Rimland Theory

২. স্পাইকম্যানের বিখ্যাত ধারণা (Main Idea)

ম্যাকিন্ডার ও স্পাইকম্যানের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো তাঁরা পৃথিবীর কোন অঞ্চলকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন।

- ম্যাকিন্ডার: হার্টল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করলে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয়।
- স্পাইকম্যান: রিমল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করলে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয়।

স্পাইকম্যানের মূল বক্তব্যকে সাধারণত এভাবে প্রকাশ করা হয়:

"Who controls the Rimland rules Eurasia; who rules Eurasia controls the destinies of the world."

এর সহজ বাংলা অর্থ:

যে রিমল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করবে, সে ইউরেশিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। আর যে ইউরেশিয়া নিয়ন্ত্রণ করবে, সে বিশ্বের রাজনীতিতে বড় ভূমিকা পালন করতে পারবে।

৩. পৃথিবীর ভূ-রাজনৈতিক বিভাগ (Geopolitical Zones)

স্পাইকম্যান পৃথিবীকে প্রধানত তিনটি ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলে ভাগ করেন।

১. অভ্যন্তরীণ কেন্দ্র (Inner Core)

এটি ম্যাকিন্ডারের হার্টল্যান্ডের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। মূলত রাশিয়া ও ইউরেশিয়ার মধ্যভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বোঝায়। স্পাইকম্যান এই অঞ্চলকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও একে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ভূ-রাজনৈতিক কেন্দ্র বলে মনে করেননি।

২. রিমল্যান্ড (Rimland)

এটি হার্টল্যান্ডের পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে অবস্থিত অঞ্চল। পশ্চিম ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। স্পাইকম্যানের মতে, এই অঞ্চলই বিশ্বক্ষমতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৩. নতুন বিশ্ব (The New World)

এর মধ্যে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলগুলির বহু অংশ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। ফলে সমুদ্রপথ ও নৌবাহিনীর সাহায্যে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

৪. অভ্যন্তরীণ কেন্দ্র (Inner Core)

Inner Core হলো ইউরেশিয়ার মধ্যভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, যা ম্যাকিন্ডারের হার্টল্যান্ডের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়।

বৈশিষ্ট্য

1. এই অঞ্চলের প্রধান অংশে রাশিয়া অবস্থিত।

2. উত্তর ও মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ স্থলভাগ এর অন্তর্ভুক্ত।

3. স্পাইকম্যান মনে করতেন, কঠোর জলবায়ু ও কম জনঘনত্বের কারণে এই অঞ্চলের উন্নয়নে কিছু বাধা রয়েছে।

4. বিশাল স্থলভাগ থাকলেও সমুদ্রপথের সুবিধা তুলনামূলকভাবে সীমিত।

5. আধুনিক প্রযুক্তি, বিমানশক্তি ও উন্নত অস্ত্রের কারণে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা আগের মতো নির্ভরযোগ্য নয়।

সহজ কথায়: স্পাইকম্যানের মতে, হার্টল্যান্ড শক্তিশালী হলেও এটি অজেয় নয়। শুধু এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করলেই বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করা যায় না।

৫. রিমল্যান্ড (Rimland)

রিমল্যান্ড হলো স্পাইকম্যানের তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এটি হার্টল্যান্ডের চারপাশে অবস্থিত এমন একটি অঞ্চল, যেখানে স্থলভাগ ও সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা রয়েছে।

রিমল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল

১. পশ্চিম ইউরোপীয় উপকূলীয় অঞ্চল

স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম, ইতালি, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কিছু অংশ, তুরস্ক ও বলকান অঞ্চলের কয়েকটি দেশ।

২. পশ্চিম এশিয়া

আরব উপদ্বীপ, ইরান, ইরাক ও আফগানিস্তানসহ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল।

৩. ভারতীয় উপমহাদেশ

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা।

৪. পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

চীন, জাপান, কোরিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ।

রিমল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য

1. উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা: এই অঞ্চলের বহু স্থানে সমুদ্রবন্দর, নদীপথ ও স্থলপথের সুবিধা রয়েছে।

2. কৃষির উপযোগী অঞ্চল: রিমল্যান্ডের অনেক অংশে অনুকূল জলবায়ু ও উর্বর জমি রয়েছে।

3. জনসংখ্যার ঘনত্ব: এই অঞ্চলের বহু অংশে জনসংখ্যা বেশি এবং বড় বড় শহর গড়ে উঠেছে।

4. স্থল ও সমুদ্রশক্তির সংযোগ: রিমল্যান্ডের দেশগুলি স্থলপথ ও সমুদ্রপথ—উভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে।

5. অর্থনৈতিক গুরুত্ব: বহু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ, শিল্পাঞ্চল ও সমুদ্রবন্দর এই অঞ্চলে অবস্থিত।

রিমল্যান্ড কেন গুরুত্বপূর্ণ?

স্পাইকম্যানের মতে, রিমল্যান্ডের দেশগুলি স্থলশক্তি ও সমুদ্রশক্তি উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে পারলে কোনো রাষ্ট্র ইউরেশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ, সম্পদ ও কৌশলগত অবস্থানের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

৬. নতুন বিশ্ব (The New World)

স্পাইকম্যানের তত্ত্বে New World বলতে মূলত ইউরেশিয়ার বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে—

- উত্তর আমেরিকা।
- দক্ষিণ আমেরিকা।
- আফ্রিকা।
- অস্ট্রেলিয়া।

বৈশিষ্ট্য

1. এই অঞ্চলগুলির অনেক অংশ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত।

2. সমুদ্রপথে বাণিজ্য ও যোগাযোগের সুবিধা রয়েছে।

3. নৌবাহিনী ও সমুদ্রশক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব।

4. উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি প্রধান বিশ্বশক্তি হিসেবে উঠে আসে।

সহজ কথায়: নতুন বিশ্বের দেশগুলি সমুদ্রশক্তির সাহায্যে ইউরেশিয়ার রাজনীতি ও বিশ্ববাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭. রিমল্যান্ড তত্ত্বের মূল ব্যাখ্যা (Explanation)

স্পাইকম্যান মনে করতেন, ম্যাকিন্ডার হার্টল্যান্ডের গুরুত্বকে অতিরিক্তভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, আধুনিক যুদ্ধপ্রযুক্তি ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির ফলে হার্টল্যান্ডের প্রাকৃতিক নিরাপত্তা আগের মতো অপ্রতিরোধ্য নয়।

রিমল্যান্ডের গুরুত্বের কারণগুলি হলো—

১. স্থল ও সমুদ্রপথের সুবিধা

রিমল্যান্ডের দেশগুলি স্থলপথে অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের সঙ্গে এবং সমুদ্রপথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

২. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

রিমল্যান্ডের অনেক অঞ্চলে উন্নত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও জনবসতি রয়েছে। ফলে এই অঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

৩. স্থলশক্তি ও সমুদ্রশক্তির সমন্বয়

স্পাইকম্যানের মতে, শুধু স্থলশক্তি বা শুধু সমুদ্রশক্তির ওপর নির্ভর করে বিশ্বে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্জন করা কঠিন। উভয় শক্তির সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ।

৪. আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব

বিমানশক্তি, উন্নত অস্ত্র ও আধুনিক পরিবহণব্যবস্থা যুদ্ধের ধরন পরিবর্তন করেছে। ফলে হার্টল্যান্ডের প্রাকৃতিক সুরক্ষার গুরুত্ব কিছুটা কমেছে।

৫. জোট গঠনের গুরুত্ব

হার্টল্যান্ডের কোনো রাষ্ট্র রিমল্যান্ডের দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ও জোট গড়ে তুললে তার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বাড়তে পারে।

৮. Containment Policy বা বিস্তার রোধের নীতি

Containment Policy বলতে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামরিক বা মতাদর্শগত প্রভাবের বিস্তার সীমিত রাখার নীতিকে বোঝায়।

শীতল যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব যাতে রিমল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও বিস্তৃত না হয়, সেই চেষ্টা করেছিল।

উদাহরণ হিসেবে কোরিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সংঘাতগুলির সঙ্গে শীতল যুদ্ধের সময় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা যুক্ত ছিল।

স্পাইকম্যানের ভূ-রাজনৈতিক ধারণাগুলি মার্কিন কৌশলগত চিন্তায় প্রভাব ফেলেছিল। তবে মার্কিন Containment Policy-কে শুধু তাঁর তত্ত্বের ফল বলা ঠিক হবে না; এর পেছনে আরও অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক কারণ ছিল।

৯. ম্যাকিন্ডারের হার্টল্যান্ড তত্ত্ব ও স্পাইকম্যানের রিমল্যান্ড তত্ত্বের পার্থক্য

বিষয়	হার্টল্যান্ড তত্ত্ব	রিমল্যান্ড তত্ত্ব
প্রবক্তা	হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডার	নিকোলাস স্পাইকম্যান
মূল গুরুত্ব	ইউরেশিয়ার মধ্যভাগ	হার্টল্যান্ডের চারপাশের অঞ্চল
গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল	হার্টল্যান্ড	রিমল্যান্ড
ক্ষমতার ভিত্তি	বিশাল স্থলভাগ ও স্থলপথ	স্থল ও সমুদ্রপথের সংযোগ
সমুদ্রের ভূমিকা	তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব	অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
মূল বক্তব্য	হার্টল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ বিশ্বক্ষমতার পথ খুলে দেয়	রিমল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ ইউরেশিয়ায় আধিপত্যের সুযোগ দেয়

১০. রিমল্যান্ড তত্ত্বের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা (Present-Day Relevance)

বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে রিমল্যান্ড তত্ত্বের কিছু ধারণা এখনও গুরুত্বপূর্ণ।

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন

চীন পূর্ব এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এবং এর অর্থনীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী নৌবাহিনী ও আন্তর্জাতিক জোট রয়েছে। এশিয়ায় দুই দেশের প্রতিযোগিতা রিমল্যান্ডের কৌশলগত গুরুত্ব বোঝায়।

২. রাশিয়া ও ইউক্রেন

রাশিয়া ও ইউক্রেনের সংঘাতের সঙ্গে কৃষ্ণসাগর, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং ইউরোপের রাজনৈতিক সম্পর্ক যুক্ত। তবে এই সংঘাতের কারণ শুধু সমুদ্রপথের নিয়ন্ত্রণ নয়; নিরাপত্তা, ভূখণ্ড, ইতিহাস ও রাজনৈতিক লক্ষ্যও গুরুত্বপূর্ণ।

৩. ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব

ভারত মহাসাগর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি পরিবহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এই অঞ্চলে ভারত ও অন্যান্য শক্তির কৌশলগত গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

৪. আন্তর্জাতিক সামরিক জোট

ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক জোট ও কৌশলগত অংশীদারত্বের গুরুত্ব রিমল্যান্ডের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত।

সীমাবদ্ধতা

বর্তমান বিশ্বে কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানই একমাত্র ক্ষমতার নির্ধারক নয়। অর্থনীতি, প্রযুক্তি, পারমাণবিক অস্ত্র, বিমানশক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও কূটনীতিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১১. তত্ত্বটির সমালোচনা (Criticism)

1. রিমল্যান্ডকে অতিরিক্ত গুরুত্ব: স্পাইকম্যান রিমল্যান্ডের গুরুত্ব বেশি দেখিয়েছেন। কিন্তু হার্টল্যান্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিশাল স্থলভাগের গুরুত্বও রয়েছে।

2. ভূগোলের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা: একটি দেশের ক্ষমতা শুধু তার ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না।

3. প্রযুক্তিগত পরিবর্তন: আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র, বিমান, স্যাটেলাইট ও সাইবার প্রযুক্তি ভূ-রাজনীতির ধরন পরিবর্তন করেছে।

4. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়: দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কও ক্ষমতা নির্ধারণ করে।

5. সব দেশের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়: প্রতিটি দেশের ইতিহাস, সম্পদ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলাদা। তাই একই তত্ত্ব দিয়ে সব দেশের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

6. সহযোগিতার গুরুত্ব: বর্তমান বিশ্বে দেশগুলি শুধু ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিযোগিতা করে না; তারা বাণিজ্য, কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমেও প্রভাব বিস্তার করে।

১২. উপসংহার (Conclusion)

নিকোলাস স্পাইকম্যানের রিমল্যান্ড তত্ত্ব ভূ-রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। তিনি ম্যাকিন্ডারের হার্টল্যান্ড তত্ত্বের সমালোচনা করে দেখিয়েছেন যে ইউরেশিয়ার মধ্যভাগের চেয়ে তার চারপাশের রিমল্যান্ড অঞ্চল বিশ্বক্ষমতার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

রিমল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্রপথের সুবিধা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং স্থল ও সমুদ্রশক্তির সংযোগ এই অঞ্চলকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

যদিও আধুনিক প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে তত্ত্বটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবুও ইউরোপ ও এশিয়ার কৌশলগত গুরুত্ব এবং বিশ্বশক্তির প্রতিযোগিতা বোঝার ক্ষেত্রে এটি এখনও উপযোগী।